১। স্বামীর অংশ : স্বামী ২ ভাবে মৃত স্ত্রীর সম্পত্তির ভাগ পেয়ে থাকে। স্বামী কখনো তাঁর মৃত স্ত্রীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে না। মৃত স্ত্রীর কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান থাকলে স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তির ১/৪ অংশ পাবে। মৃত স্ত্রীর কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান কেউই না থাকলে স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তির ১/২ অংশ পাবে।

২। স্ত্রীর অংশ : স্ত্রীও ২ ভাবে তাঁর মৃত স্বামীর সম্পত্তি পেয়ে থাকে। বিধবা স্ত্রী কোন ভাবে তাঁর স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে না। মৃত স্বামীর কোন সন্তান বা তাঁদের পুত্রের সন্তান থাকলে স্ত্রী, স্বামীর সম্পত্তির ১/৮ অংশ পাবে। যদি মৃত স্বামীর কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান কেউই না থাকলে তবে স্ত্রী, স্বামীর সম্পত্তির ১/৪ অংশ পাবে। স্ত্রী একাধিক হলেও সবাই মিলে ১/৪ অংশ সমান ভাগেই পাবে।

৩। বাবার অংশ : বাবা তাঁর মৃত সন্তানের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ৩ ভাবে হয়ে থাকে। যদি মৃত সন্তানের পুত্র, পুত্রের পুত্র বা পুত্রের পুত্রের পুত্র এভাবে যতই নিচের হোক না কেন যদি থাকে, তবে মৃত সন্তানের পিতা পাবেন সন্তানের সম্পত্তির ১/৬ অংশ।

যদি মৃত সন্তানের শুধু মাত্র কন্যা সন্তান বা তাঁর পুত্রের কন্যা সন্তান থাকলে তবে পিতা সন্তানের সম্পত্তির ১/৬ অংশ পাবেন।

৬. কন্যা সন্তানের অংশ : উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে কন্যারা তিনভাবে মাতাপিতার সম্পত্তি পেতে পারে। একমাত্র কন্যা হলে তিনি রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই ভাগের এক ভাগ বা (১/২) অংশ পাবে। একাধিক মেয়ে হলে সবাই মিলে সমানভাগে তিন ভাগের দুই ভাগ বা (২/৩) অংশ পাবে। যদি পুত্র থাকে তবে পুত্র ও কন্যার সম্পত্তির অনুপাত হবে ২:১ অর্থাৎ এক মেয়ে এক ছেলের অর্ধেক অংশ পাবে। যাহোক কন্যা কখনো মাতাপিতার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয় না।

১। স্ত্রীর দুই অবস্থা : (ক) মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকলে ১/৪, (খ) আর থাকলে ১/৮ অংশ পাবে,

২। স্বামীর দুই অবস্থা : (ক) স্ত্রীর মৃত্যুর পর সন্তান না থাকলে ১/২, (খ) আর থাকলে ১/৪ অংশ পাইবে,

৩। কন্যার তিন অবস্থা : (ক) একজন মাত্র কন্যা থাকলে ১/২, (খ) একাধিক থাকলে ২/৩ অংশ পাবে, (গ) পুত্র-কন্যা একসাথে থাকলে ২:১ অনুপাতে পাবে।

৪। পিতার তিন অবস্থা: (ক) মৃত ব্যক্তির পুত্র বা পৌত্র বা পুরুষ শ্রেনী বর্তমানে থাকলে ১/৬ অংশ পাইবে, (খ) পুরুষ শ্রেনি না থাকলে এবং কন্যা বা পৌত্রী বা মহিলা শ্রেনী বর্তমানে থাকলে (১/৬ + অবশিষ্ট) অংশ পাইবে, (গ) পুরুষ বা মহিলা শ্রেনী বর্তমানে না থাকলে অবশিষ্ট সকল অংশ পাবে।

৫। মায়ের তিন অবস্থা : (ক) মৃত ব্যক্তির সন্তান বা একাধিক ভাইবোন থাকলে ১/৬ অংশ পাবে, (খ) মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান না থাকে বা ভাইবোন ২ জনের কম থাকলে ১/৩ অংশ পাবে, (গ) স্বামী বা স্ত্রীর সাথে পিতা-মাতা উভয়ে থাকলে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর বাকি সম্পত্তির ১/৩ অংশ পাবে।

৬। বৈপিত্রেয় ভাইবোনদের তিন অবস্থা : (ক) একজন মাত্র বৈপিত্রেয় ভাইবোন থাকলে ১/৬ অংশ, (খ) একাধিক থাকলে ১/৩ অংশ পাবে, (গ) মৃত ব্যাক্তির পুত্র বা পৌত্র, পিতা বা দাদা থাকলে বঞ্চিত হবে।

৭। পৌত্রীগনের ছয় অবস্থা : (ক) একজন মাত্র পৌত্রী থাকলে ১/২, (খ) একাধিক থাকলে ২/৩ অংশ পাইবে, (গ) যদি মৃত ব্যক্তির একজন মাত্র কন্যা থাকে তাহলে পৌত্রীগন ১/৬ অংশ পাইবে, (ঘ) যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক কন্যা থাকে তাহলে পৌত্রীগন বঞ্চিত হবে, (ঙ) মৃত ব্যক্তির পৌত্রী ও পৌত্র একই সাথে থাকলে অংশীদার হইবে, (চ) যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র থাকে তাহলে পৌত্রীগন বঞ্চিত হইবে।

৮। সহোদরা বোনদের পাঁচ অবস্থা : (ক) একজন মাত্র সহোদরা বোন থাকলে ১/২, (খ) একাধিক থাকলে ২/৩ অংশ পাইবে, (গ) সহোদরা বোনের সাথে সহোদরা ভাই থাকলে আসাবা হইবে, (ঘ) যদি মৃত ব্যক্তির একজন মাত্র কন্যা বা পৌত্রী থাকে তাহলে সহোদরা বোনগন ১/৬ অংশ পাইবে। একাধিক কন্যা বা পৌত্রী থাকলে এবং অন্য কোন ওয়ারিশ না থাকলে অংশীদার হইবে, (ঙ) মৃত ব্যাক্তি পুরুষ শ্রেনীর ওয়ারিশ থাকলে সহোদরা বোনগন বঞ্চিত হবে।

৯। বৈমাত্রেয় বোনদের সাত অবস্থা : (ক) যদি মৃত ব্যাক্তির সহোদরা বোন না থাকে ও একজন মাত্র বৈমাত্রেয় বোন থাকলে ১/২, (খ) একাধিক থাকলে ২/৩ অংশ পাবে, (গ) যদি মৃত ব্যক্তির একজন মাত্র সহোদরা বোন থাকে তাহলে বৈমাত্রেয় বোন ১/৬ অংশ পাইবে, (ঘ) যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক সহোদরা বোন থাকে তাহলে বৈমাত্রেয় বোনগণ বঞ্চিত হবে, (ঙ)যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক সহোদরা বোন থাকে এবং বৈমাত্রেয় বোনের সাথে বৈমাত্রেয় ভাই থাকলে একত্রে অংশীদার হবে। (চ) মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পৌত্রী থাকলে এবং অন্য কোন ওয়ারিশ না থাকলে বৈমাত্রেয় বোনগণ অবশিষ্ট অংশ পাইবে, (ছ) মৃত ব্যক্তির পুরুষ ওয়ারিশ থাকলে বৈমাত্রেয় বোনগন বঞ্চিত হবে।